MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
অনলাইন বুলেটি-৩
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র । জুন ২০২০

শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ বরাদ্দের দাবি

স্বাস্থ্য ও গবেষণা খাতে বর্ধিত বরাদ্দ, অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য মেস ভাড়া মওকুফ ও বিশেষ অর্থ সহায়তা প্রদানের দাবিতে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ - সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের

২০ মে জাতীয় বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ, স্বাস্থ্য ও গবেষণা খাতে বর্ধিত বরাদ্দ, করোনাকালীন সময়ে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহযোগিতা ও বাসা/মেস ভাড়া মওকুফে বিশেষ বরাদ্দ, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলতি বছরের বেতন-ফি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিস্টারের টিউশন ফি মওকুফসহ তিন দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স, অর্থ সম্পাদক মুক্তা বাড়ৈ, সদস্য সুস্মিতা মরিয়ম, ঢাকা নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনিক কুমার দাস।

নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই ক্রমাগত কমে আসছে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ। স্বাধীনতার পর যা ছিল ১৮ শতাংশ তা এখন নেমে ১১-১২ শতাংশের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তি খাতকে সুকৌশলে শিক্ষা খাতের সাথে জুড়ে দিয়ে বদাদ্দ বৃদ্ধি দেখিয়ে বাহবা কুড়ানোর নয়া ফন্দি। এর ফলে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের খরচও যুক্ত হচ্ছে শিক্ষায় বরাদ্দ হিসেবে। বাংলাদেশে এখন শিক্ষার প্রধান ধারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সামরিক খাতসহ বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে বরাদ্দ দিন দিন বাড়িয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোকে অবহেলার ফল আমরা তখন বুঝতে পারি যখন আমরা দেখি আমাদের জেলা হাসপাতালগুলোতেও অক্সিজেন সরবরাহের পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়োজন নেই। এই করোনা ভাইরাস এটা আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে গেল আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের কি বেহাল দশা এবং এই খাতগুলোতে বরাদ্দ বৃদ্ধি কতটা জরুরি।

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের দরুন বৈরি আবহাওয়ার কারণে দেশব্যাপী এই কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হলেও উক্ত দাবিতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুরসহ সারা দেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে কর্মসূচি পালিত হয় এবং কর্মসূচি শেষে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

স্মারকলিপির বক্তব্য :

গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আগামী ১১ জুন ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, পুরো বিশ্ব আজ এক ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে গোটা মানবজাতিকে একরকম বন্দি জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

দেশের শিক্ষার্থীদের বড় একটা অংশ আবাসন ব্যবস্থার বাইরে থাকায় তাদেরকে বাসা/মেস ভাড়া করে থাকতে হয়। এই করোনাকালীন সময়ে তারা পড়েছেন বহুমুখি সংকটে। একদিকে পরিবারের খাবার নিশ্চিত না, অন্য দিকে সাধারণ ছুটি চলায় তারা মেস ছেড়ে বাড়িতে অবস্থান করলেও তাদেরকে অনর্থক মেস ভাড়া গুণতে হচ্ছে। তার ওপরে এসে যুক্ত হয়েছে সেমিস্টার ফি ও অনলাইন ক্লাসের বাড়তি চাপ। যেখানে পরিবারের তিন বেলা খাবার নিয়েই অনিশ্চয়তা সেখানে শিক্ষার্থীরা কীভাবে মেস, বাসাভাড়া সেমিস্টার ফি জোগাড় করবে, আর কীভাবেই বা অনলাইনে ক্লাস করার কথা চিন্তা করবে? প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বড় একটা অংশ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাদেরকে স্বাভাবিক সময়েই নিয়মিত সেমিন্টার ফি পরিশোধ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অবিলম্বে তাদের কথা চিন্তা করে অন্তত এই সেমিস্টারের টিউশন ফি মওকুফ করা প্রয়োজন। আর সারাদেশে সবজায়গায় শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা ও সবার জন্য প্রয়োজনীয় ডিভাইস নিশ্চিৎ করা ছাড়া অনলাইন ক্লাসের অনুমোদন দেওয়া উচিত না।

এতো গেল জরুরি ও স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থার কথা। কিন্তু বিশ্বব্যাপী আজ এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা দিয়ে এই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায় না। দীর্ঘমেয়াদী ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কারণেই এই দুর্যোগ প্রলয়ঙ্কারি রূপ ধারণ করে। তার সাথে এটাও প্রমাণিত হল যে সমাজের বৃহত্তর অংশকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধোয়া তুলে ক্ষুদ্রতম একটা অংশকে আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার সুযোগ দিলেও আখেরে তা সুফল বয়ে আনে না। আমাদের দেশের বড় একটা অংশের মানুষ আজও ন্যূনতম মৌলিক অধিকার শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। এই খাতগুলোতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে এনে এগুলোকে বাণিজ্যিক খাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, গবেষণা ও স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি করে আসলেও জাতীয় বাজেটে কখনও এর প্রতিফলন দেখা যায়নি।

সাত বছর আগে ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট ছিল ১ লাখ ৬৩ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকার। সেখানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১২ দশমিক ১১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে বাজেটের আকার বেড়ে হয়েছে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। তাতে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ কমে হয় ১১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আটটি অর্থবছরের মধ্যে এক বছর বাদে সব সময়ই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের ১০ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। আবার যে পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তার অধিকাংশই চলে যায় বেতন, ভাতা ও অবকাঠামো খাতে। কেবল ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল জাতীয় বাজেটের ১৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ। বাজেটের আকার বাড়ায় শিক্ষা খাতে টাকার অঙ্কে অর্থ বরাদ্দের আকারও বেড়েছে কিন্তু বরাদ্দের হার বাড়েনি। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) দিক থেকেও ভালো অবস্থানে নেই শিক্ষা খাতের বাজেট। কয়েক বছর ধরে জিডিপির ২ শতাংশের কাছাকাছি থাকছে শিক্ষার বরাদ্দ। ইউনেসকো বলছে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়তে হলে অবশ্যই দেশের জাতীয় বাজেটের ২৫% ও জিডিপির ৬ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ থাকা বাঞ্ছনীয়।

একই সাথে যদি আমরা স্বাস্থ্য খাতের অবস্থা দেখি সেখানেও একই চিত্রই ফুটে উঠবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল ২৫ হাজার ৭৩২ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বাজেটের ৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ২৩ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০ হাজার ৬৫১ কোটি টাকা। বিপরীতে সামরিক খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩২ হাজার ১০১ কোটি টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ২৯ হাজার ০৮৪ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ২৬ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য খাতের যে বেহাল দশা এই করোনা ভাইরাস উন্মোচন করেছে তা আজ সবার সামনে স্পষ্ট। একটি বিভাগীয় শহরেও পর্যাপ্ত আইসিইউ না থাকার ফলে করোনায় প্রথম একজন ডাক্তারকে জীবন দিতে হয়। টেস্টিং যে পর্যাপ্ত না। আজ পুরো বিশ্ব তাকিয়ে আছে কবে এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে। শুধু ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলেই হবে না। সকল মানুষ যাতে সুলভ বা বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন পায় তাও নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু শিক্ষা ও গবেষণায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকার কারণে যদি বরাবরের মতোই বাণিজ্যিক খাতে মুনাফার জন্যই এই ভ্যাকসিনকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে আরও বহু প্রাণ ঝরে যাবে এই ভাইরাসের কারণে। আজ এই ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রকে এই উপলব্ধিতে পৌঁছাকে হবে। তা না হলে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার আর কোন অর্থ থাকবে না। তাই আসন্ন বাজেটে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে শিক্ষা খাতে ২৫% ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ ৩ দফা দাবি আমরা তুলে ধরছি।

১. জাতীয় বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কর, স্বাস্থ্য খাতে ১৫% ও গবেষণা খাতে বর্ধিত বরাদ্দ দিতে হবে।

২. করোনাকালীন সময়ে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহযোগিতা ও বাসা/মেস ভাড়া মওকুফে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।

৩. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবছরের বেতন-ফি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিস্টারের টিউশন ফি মওকুফ করতে হবে।

করোনা মহামারিতে ধনিক তোষণের বাজেট প্রত্যাখ্যান শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি - সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে ধনিক তোষণের বাজেট আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। ১৪ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে তারা এই ঘোষণা দেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আল কাদেরী জয়ের সভাপতিত্বে অর্থ সম্পাদক মুক্তা বাড়ৈ এর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স, ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিক কুমার দাস প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ সমাবেশ থেকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও গবেষণায় গতানুগতিক বরাদ্দ দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ ২০১১ সালের স্বাস্থ্যনীতি, ২০১২ সালের স্বাস্থ্য অর্থায়ন কৌশলপত্র ও করোনার বিশেষ বাস্তবতা অনুযায়ী এ বছর জাতীয় বাজেটের ১২% অর্থাৎ ৬০ হাজার কোটি টাকা, করোনা সংকটে পরে কর্মহীন ও দারিদ্র সীমায় নিচে পড়ে যাওয়া ১২ কোটি মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের আওতায় আনার জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে, শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের ২৫ শতাংশ বরাদ্দ দিতে হবে। দেশের সিংহভাগ মানুষ যার উপর নির্ভরশীল এবং যারা দেশের ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা দেয় সেই কৃষক ও কৃষি খাতে জাতীয় বাজেটের ১৫ ভাগ, দেশে ফিরে আসা প্রবাসী শ্রমিকের কর্মসংস্থানসহ বেকারদের কর্মসংস্থান এর জন্য বিশেষ বরাদ্দের দাবিও করছেন। একই সাথে দুর্নীতি, লুটপাট বন্ধ করে বাজেটকে শুধু কাগুজে দলিলে সীমাবদ্ধ না রেখে একে কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।